৪র্থ অধ্যায়: “আমাদের ইতিহাস”

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিই

১। ‘একুশের গান’ কে রচনা করেন?
ক) কাজী নজরুল ইসলাম
খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ) শামসুর রাহমান
√ ঘ) আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী

২। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ কবে শুরু হয়েছিল?
ক) ২১শে ফেব্রুয়ারি
খ) ২৫শে মার্চ
√ গ) ২৬শে মার্চ
ঘ) ১৬ই ডিসেম্বর

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। শহিদদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য আমি কী করব?

উত্তর:
আমি শহিদ মিনারে ফুল দেব, প্রভাতফেরিতে অংশ নেব এবং ভাষাশহিদ ও মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের স্মরণ করব।

২। কালরাত বলতে কী বুঝায়?

উত্তর:
১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনী নিরীহ মানুষের ওপর নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালায়। এই রাতকে কালরাত বলা হয়।

৩। মুক্তিবাহিনী কেন গঠিত হয়েছিল?

উত্তর:
পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করার জন্য মুক্তিবাহিনী গঠিত হয়েছিল।

৪। পাকিস্তানি বাহিনী কখন আত্মসমর্পণ করেছিল?

উত্তর:
পাকিস্তানি বাহিনী ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করেছিল।

গ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১। ভাষা আন্দোলন কেন হয়েছিল তা বর্ণনা করি।

উত্তর:
১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হলে পাকিস্তান দুটি অংশে বিভক্ত ছিল—পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ মানুষ ছিল বাঙালি এবং তাদের মাতৃভাষা ছিল বাংলা। কিন্তু পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত নেয়।

এই সিদ্ধান্তে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ ক্ষুব্ধ হয় এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানায়। ১৯৪৮ সাল থেকে ভাষার দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়। অনেক মানুষ গ্রেফতার হন।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ছাত্ররা ঢাকার রাজপথে মিছিল বের করে। পুলিশ গুলি চালালে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ অনেকেই শহিদ হন। তাদের আমরা ভাষাশহিদ বলি। ভাষার জন্য জীবন দেওয়ার এই আন্দোলনই ভাষা আন্দোলন নামে পরিচিত। এর ফলেই ১৯৫৬ সালে বাংলা রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি পায়।

২। আমরা বিদ্যালয়ে কীভাবে শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করবো তার একটি পরিকল্পনা করি।

উত্তর:
আমরা বিদ্যালয়ে শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস যথাযথ মর্যাদায় পালন করবো। এদিন সকালে সবাই খালি পায়ে প্রভাতফেরিতে অংশ নেব। প্রভাতফেরিতে ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি’ গানটি গাইবো।

বিদ্যালয়ের শহিদ মিনারে ফুল দিয়ে ভাষাশহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাব। শ্রেণিকক্ষে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করা হবে। চিত্রাঙ্কন, রচনা প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হবে। এভাবে আমরা ভাষাশহিদদের আত্মত্যাগ স্মরণ করবো এবং মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করবো।